গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(টি.ও-২ শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

স্মারক নং-২৬.০০.০০০০.১৫৭.৩৩.০১৫.১৭/৯১

তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪২৪ / ০৫ এপ্রিল ২০১৮

প্রেরক ঃ মোঃ ওবায়দুল আজম
পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাণিজ্য সংগঠন

প্রাপক ঃ সভাপতি
এলপিজি অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
ইষ্ট কোষ্ট সেন্টার, এসডব্লিউ (জি) ৮, বীর উত্তম মীর শওকত রোড,
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

বিষয় ঃ বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৩ (২)(ঘ) ধারার অধীনে এলপিজি অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান ও নিবন্ধন।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানাচ্ছি যে, বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৩(২)(ঘ) ধারার বিধান মতে সরকার কর্তৃক **এলপিজি অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ** এর নামে ০৫-০৪-২০১৮ তারিখে **০৫/২০১৮ নম্বর** লাইসেন্স মঞ্জুর করা হলো। এক্ষণে বর্ণিত এসোসিয়েশনকে বিধি-বিধানের আলোকে রেজিস্ট্রার, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে নিবন্ধিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

০২। **নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে এ লাইসেন্স মঞ্জুর করা হলো :**

(ক) সংগঠনটি সংঘস্মারক/সংঘবিধি সরকারের নির্দেশ মোতাবেক যে কোন সময় সংশোধন করতে বাধ্য থাকবে;

(খ) সংঘস্মারক/সংঘবিধি যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মন্ত্রণালয়ে আরও পরীক্ষা করে পরিবর্তিত আকারে সরকার অনুমোদন করেছেন। সরকার প্রয়োজনে এতে যে কোন সংশোধন/পরিবর্তন আনয়ন করতে পারবে;

(গ) লাইসেন্স প্রদানের তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংগঠনটিকে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে সীমাবদ্ধ দায় সম্পন্ন কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিকরণ করতে হবে;

(ঘ) সংঘস্মারক/সংঘবিধির মধ্যে কোন অসংগতি বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরের নিকট উপস্থাপনের সময় সংশোধন করতে হবে এবং নিবন্ধনের পর ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে **ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র** নিকট সদস্যভূক্তির জন্য আবেদন করতে হবে;

(ঙ) নিবন্ধিকরণের পর এক মাসের কম নয় বা তিন মাসের অধিক নয় এ সময়ের মধ্যে এসোসিয়েশনের প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করতে হবে এবং ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ নির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে;

(চ) যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে নিবন্ধিকরণের পূর্বে এসোসিয়েশনকে কোম্পানি আইন ১৯৯৪, বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এবং এর আওতাধীন প্রয়োজনীয় সকল শর্তাদি পূরণ করতে হবে;

(ছ) বর্ণিত শর্তাবলীর যে কোন একটি পূরণ করা না হলে বিনা নোটিশে লাইসেন্স বাতিলযোগ্য হবে।

০৩। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিকৃত হবার পর দু'টি ছাপানো সংঘস্মারক/সংঘবিধির কপি উক্ত অফিস কর্তৃক সত্যায়িত করে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট জমা দিতে হবে। অনুমোদিত সংঘস্মারক/সংঘবিধির একটি কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো। নিবন্ধিকরণ প্রত্যয়নপত্রের দু'টি ফটোকপি অত্র মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার জন্য এতদ্বারা নির্দেশ প্রদান করা হলো।

০৪। যে সকল শর্ত এবং বিধি-বিধান সরকার সময়ে সময়ে উপযুক্ত মনে করে তা আরোপ করবে বা নির্ধারণ করে দেবে ঐগুলো এ সংগঠনের ক্ষেত্রে অবশ্যই পালনীয় হবে। এ বিষয়ে সরকার কোন নির্দেশনা প্রদান করলে এসোসিয়েশনের সংঘস্মারক/সংঘবিধিতে অথবা এর যে কোন একটিতে তা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

০৫। এতে সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, উপরে বর্ণিত এবং সংঘস্মারক/সংঘবিধিতে উল্লিখিত শর্তাবলীর কোনরূপ বরখেলাপ বা লংঘন করা হলে এ সংগঠনকে প্রদত্ত লাইসেন্স বা নিবন্ধিকরণের কোন কার্যকারিতা বহাল থাকবে না এবং আইনের দৃষ্টিতে এটি অচল বলে গণ্য হবে।

০৬। এ লাইসেন্স প্রাপ্তি স্বীকার (acknowledgement) জ্ঞাপনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

মোঃ ওবায়দুল আজম
পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাণিজ্য সংগঠন

অনুলিপি অবগতি/কার্যার্থে ঃ-

০১। নিবন্ধক, যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর, টিসিবি ভবন (৭ম তলা), ১ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
০২। সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ৬০ মতিঝিল, বা/এ ঢাকা-১০০০।
০৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা।
০৪। সহকারী প্রোগ্রামার, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(টি.ও-২ শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

লাইসেন্স নং- ০৫/২০১৮

তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪২৪ / ০৫ এপ্রিল ২০১৮

১৯৬১ সনের বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ৩ (২)(ঘ) নং ধারার ক্ষমতাবলে প্রদত্ত লাইসেন্স

যেহেতু, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, **এলপিজি অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ** নামে একটি বাণিজ্য সংগঠন অথবা এতে নিয়োজিত কোন গোষ্ঠি বা শ্রেণীকে যে কোন উপায়ে বা কোন পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করবার উদ্দেশ্যে গঠিত হতে যাচ্ছে; এবং

যেহেতু, উক্ত সংগঠনের অর্জিত লাভ এবং অন্যান্য আয় কেবলমাত্র এ সংগঠনের উন্নতি সাধনকল্পে ব্যয়িত হবে এবং এর সদস্যগণের মধ্যে উক্ত লাভ/লভ্যাংশ হিসেবে বন্টন করা হবে না বলে উক্ত সংগঠন মনস্থ করেছে;

সেহেতু, বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৩(২)(ঘ) ধারা অনুসারে (১৯৬১ সনের অধ্যাদেশ নং-৪৫) সরকার সন্তুষ্ট হয়ে উক্ত সংগঠনটিকে এ লাইসেন্স প্রদান করলো এবং ১৯৯৪ সনের কোম্পানি আইনের (১৯৯৪ সনের ১৮ নম্বর আইন) আওতায় সীমিত দায় সহকারে এর নামের সাথে "লিমিটেড" শব্দটি ব্যবহার না করে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তরে একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিকরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করল।

নিম্নলিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে লাইসেন্স ইস্যু করা হলো ঃ-

(ক) এ সংগঠন ১৯৬১ সনের বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশের বিধি-বিধানসমূহ (যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অভিযোজিত হয়েছে) যথাযথভাবে পালন করবে ;

(খ) সংঘস্মারক/সংঘবিধির যেসব বিধি বিধান উক্ত অধ্যাদেশের সংগে সাংঘর্ষিক নয় সে সব বিধি-বিধান এ সংগঠন মেনে চলবে (অনুমোদিত সংঘস্মারক/সংঘবিধির একটি কপি এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো);

(গ) সংগঠনটিকে যে সকল শর্ত এবং বিধি-বিধান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সময়ে সময়ে যথার্থ বিবেচনাপূর্বক আরোপ করবে বা নির্ধারণ করে দেবে তা উক্ত সংগঠনের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে। এ ব্যাপারে সরকার কোন নির্দেশ প্রদান করলে এ সংগঠন কর্তৃক এর সংঘস্মারক/সংঘবিধি বা এর যে কোন একটিতে তা অন্তর্ভূক্ত করে নিতে হবে;

(ঘ) বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ-১৯৬১, বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা-১৯৯৪ এবং ২৯-১২-২০০২ তারিখের এসআরও নং ৩৬৩-আইন/২০০২ প্রজ্ঞাপনসহ সরকার কর্তৃক জারিকৃত এবং জারিতব্য আদেশের পরিপন্থী যে কোন কার্যক্রম অবৈধ হিসেবে গণ্য হবে;

(ঙ) সরকার এবং জনস্বার্থের পরিপন্থী কার্যক্রম বা রাষ্ট্র বিরোধী কোন তৎপরতায় লিপ্ত না হওয়ার শর্তে এ লাইসেন্স মঞ্জুর করা হলো।

এ লাইসেন্স দু'হাজার আঠারো সনের এপ্রিল মাসের ০৫ (পাঁচ) তারিখে আমার নিজ স্বাক্ষরে প্রদত্ত হলো।

মোঃ ওবায়দুল আজম
পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
বাণিজ্য সংগঠন